ইসলামে

হালাল-হারাম

প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান কক্সবাজার জেলার মহেশখালী থানার বড় মহেশখালী ইউনিয়নের মরহুম হাজী মুহাম্মদ জহির ও বেগম কমল জান-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৯৫৯ সালে পিত্রালয়েই জন্ম গ্রহণ করেন। বৈমাত্রিয়সহ তারা মোট ছয় ভাই ও নয় বোন। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়াস্থ 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া' থেকে দাওরা হাদীস পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর লেখাপড়া করেন। উক্ত জামেয়া হতে ১৯৭৭ সালে দাওরা হাদীসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তাকমীল সনদ অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে দাওরা হাদীসের পাশাপাশি কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসা হতে আলেম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে পটিয়া মাদরাসা থেকেই 'আত্-তাখাস্‌সুস ফিল্ ফিক্‌হিল ইসলামী' বা 'ইফতা বিভাগ' হতে ফাতাওয়া বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৭৮ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশীপ লাভ করে 'কুল্লিয়াতুদ দাওয়া ওয়া উসূলুদ্দিন'-এ ভর্তি হন এবং ১৯৮৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে লেসান্স ডিগ্রি অর্জন করেন সৌদি আরবভিত্তিক 'রাবেতাতুল আলম আল ইসলামী'র দায়ী হিসেবে দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. মাহফুজুর রহমান ১৯৯৪ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগ হতে 'মাওকিফুল ইসলাম মিনাল আদাবি ওয়াল ফান' (শিল্পকলা ও সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম)' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মাহফুজুর রহমান ২০০১ সালে ২৫ এপ্রিল হতে ২০০৪ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লেখকের প্রকাশিত অপ্রকাশিত বই-সহ এ পর্যন্ত আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামী শিল্পকলা, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ইসলাম ও মার্কেটিং বিষয়ে তার ত্রিশটিরও অধিক প্রবন্ধ বাংলা ও আরবি ভাষায় বিভিন্ন গবেষণাপত্রিকা ও একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰـى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدَ.

দুনিয়ার জীবন মানুষের ক্ষণস্থায়ী। সাধারণত পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বা আশি বছরের বেশি সময় খুব কমসংখ্যক লোকই পেয়ে থাকেন। মানুষের এ জীবনটিই শেষ নয়; এ জীবনের পরও রয়েছে অনন্ত এক জীবন, যা হবে দীর্ঘস্থায়ী, অফুরন্ত। যারা অনন্তকালের সে জীবনে বিশ্বাসী তাদের দুনিয়া থেকেই ভাবতে হবে সে জীবনের কথা, যেখানে বাসস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নামে। আর সেটি নির্ধারিত হবে দুনিয়ায় কৃত কর্মের ভিত্তিতে। মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে পরকালে তার বসবাসের স্থান হবে জান্নাত– যেখানে থাকবে অনন্ত সুখ। আর এর ব্যতিক্রম হলে স্থান হবে জাহান্নামে। যেখানে থাকবে বিরামহীন দুঃখ ও যন্ত্রণা, যেখান থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য শত আর্তনাদ-ফরিয়াদ করেও সেদিন কোনো ফল পাওয়া যাবে না। শত কান্নাকাটি করলেও কষ্ট লাঘব হবে না। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে জীবন থাকতেই সাবধান হওয়া, নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা, খাহেশাতের লাগামকে টেনে ধরা। আল্লাহর দেওয়া হারামের সীমানার ধারে কাছেও না যাওয়া। কেবল হালালে গণ্ডিতেই বিচরণের চেষ্টা করা। এতদুদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি লেখা।

আমরা আমাদের 'জান্নাতের সন্ধানে' নামক গ্রন্থে কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়ন করে দেখেছি যে, আখিরাতে মুক্তি লাভের জন্য প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই চারটি কাজ করতে হবে: (১) শিরকমুক্ত তাওহীদী জীবনযাপন, (২) ফরয ইবাদাতগুলো যথানিয়মে আদায়, (৩) কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং (৪) হারামকে বর্জন করে হালাল গ্রহণ করা। সেই গ্রন্থে আমরা প্রথম তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আর এ গ্রন্থে চতুর্থ বিষয় তথা হারামকে বর্জন ও হালালকে গ্রহণ করে কিভাবে জীবনযাপন করবে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এ দিক থেকে এ গ্রন্থটিকে 'জান্নাতের সন্ধানে' গ্রন্থের সম্পূরক বা দ্বিতীয় খণ্ড বলেও অভিহিত করতে পারি।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের জানা মতে, হালাল-হারাম বিষয়ে সব চেয়ে ভালো গ্রন্থ হচ্ছে ড. ইউসুফ আল কারযাভী প্রণীত 'আল হালালু ওয়াল হারামু ফিল

ইসলাম'। গ্রন্থটি বহু আগেই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পরবর্তীতে সমাজে নতুন অনেক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, যেসব বিষয়ে শরঈ সীমা সম্পর্কে জানা আবশ্যক, আমরা অত্র গ্রন্থে তা সংযোজন করেছি। বাংলাভাষাভাষীদের জন্য উপযোগী করে বইটি বিন্যাস করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ আমাদের এ গ্রন্থ পাঠ করলে তা অনুধাবন করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

অত্র গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহর দলীল পেশ করা হয়েছে। উদ্ধৃতি লেখার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সূত্র মূল বইয়ের টেক্সট-এ যুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীস সংকলনের সূত্র ফুটনোটে সনদের মান উল্লেখ-সহ সংযোজন করা হয়েছে।

আমার এই বইটি পাঠকের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করায় 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'-এর স্নেহভাজন প্রকাশক মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, পাঠকদের কাছে অনুরোধ, কারো দৃষ্টিতে এ গ্রন্থের কোনো বক্তব্য ভুল প্রতীয়মান হলে বা কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন। আমরা যৌক্তিক দলিলনির্ভর বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণ করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করবো, ইনশাআল্লাহ!

মহান আল্লাহ এই কাজটুকু আমাদের জন্য আখিরাতে নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন, আমিন!

প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান
dmahfuzurrahman@gmail.com
১০ এপ্রিল, ২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে হালাল-হারাম

হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন করার গুরুত্ব ২০
হারাম-হালাল প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ২৩
হালাল-হারামের সীমানা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি ২৭
হালাল-হারামের ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতি ৩১
১. হালাল ও হারাম ঘোষণার অধিকার একমাত্র আল্লাহর ৩১
২. ইসলামে হালালের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত আর হারামের পরিধি সংকীর্ণ ৩৬
৩. মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো জিনিস পানাহার করা হারাম ৩৯
৪. বিনা দলিলে ইসলামে হালাল বলার প্রবণতার চেয়ে হারাম বলার প্রবণতা বেশি নিন্দনীয় ৪০
৫. আল্লাহ তাআলা কোনো বস্তু খাওয়া হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন ৪৫
হারামের প্রকারভেদ ৪৮
১. আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদগত হারাম ৪৮
    ক) শিরক ও কবীরা গুনাহগত হারাম ৪৮
    খ) মতবাদগত হারাম ৪৯
২. আমল বা কর্মগত হারাম ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

পানাহারে হালাল-হারাম

১. মৃত জন্তু ৫১
২. রক্ত ৫৩
৩. শূকরের গোশত ৫৪
৪. যে জন্তু যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে ৫৫
৫. যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি ৫৬
৬. গলা টিপে মারা জন্তু ৫৮
৭. প্রহারে মরা জন্তু ৫৯
৮. উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু ৫৯
৯. অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু ৬০

৯. ইসলামের উত্তরাধিকার আইন লঙ্ঘন করে কাউকে বঞ্চিত বা কম-বেশি দানের ব্যবস্থা ৪০০
১০. কোনো সন্তানের নামে জায়গা জমি খরিদ করা ৪০২

একাদশ অধ্যায়

আনন্দ-বিনোদন ও খেলা-ধুলায় হালাল-হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ: আনন্দ-বিনোদনে হালাল-হারাম ৪০৬
ইসলামে আনন্দ-বিনোদন ৪০৬
১. ইসলামে রসিকতা ও কৌতুক ৪০৭
    ইসলামে রসিকতা ও কৌতুকের সীমানা ৪১০
    ক) দীনী বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, রসিকতা ও কৌতুক করা ৪১০
    খ) রসিকতা অবশ্যই সত্যের সীমানায় থেকে করতে হবে ৪১১
    গ) রসিকতা করতে গিয়ে কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা ৪১১
    ঘ) রসিকতা করতে গিয়ে কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ৪১২
    ঙ) রসিকতা করতে গিয়ে কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা ৪১২
    চ) রসিকতা করতে গিয়ে গীবত করা ৪১৩
    ছ) স্থান-কাল-পাত্র সময়জ্ঞান রেখে রসিকতা করা ৪১৩
    জ) রসিকতা অবশ্যই যৌক্তিক পরিমাণে ও ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে ৪১৪
২. মানুষ হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলা ৪১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: খেলাধুলায় হালাল-হারাম ৪১৬
ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা ৪১৬
১. জুয়া খেলা ৪২৩
২. পাশা খেলা ৪২৫
৩. দাবা খেলা ৪২৬
যেসব খেলাধুলা ইসলামে অনুমোদিত ৪২৮
ইসলামে যেসব খেলাধুলা নিষিদ্ধ ৪২৮
উপসংহার ৪৩১

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে হালাল-হারাম

মহান আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে আদম সন্তানদের বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾

“আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।” (সূরা ১৭; আল ইসরা ৭০)

আল্লাহ যাদের সম্মানিত করেছেন তাদের কল্যাণের জন্য রহমতস্বরূপ এ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করবেন এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত, তিনি তা-ই করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ জমিনের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“তিনিই জমিনে যা আছে, সব তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন” (সূরা ২; বাকারা ২৯)। অর্থাৎ, এ পৃথিবীতে পশু-পাখি, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সব কিছু তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে তোমরা তা ব্যবহার করে তা দ্বারা উপকৃত হয়ে আল্লাহ আনুগত্য করতে পারো। তার ইবাদাত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে পারো।

ওলামায়ে কেরাম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যেসব বস্তু বা বিষয় দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় তা সবই হালাল ও বৈধ। তার মধ্যে কোনো কিছু হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না গেলে তা অবশ্যই হালাল ও বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[১]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট এই জিনিসের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা হয়তো অন্য কোনো দিক থেকে মানুষের জন্য উপকারী; তবে তাতে কিছু অকল্যাণ ও ক্ষতি থাকার কারণে আল্লাহ তা মুসলমানদের জন্য হারাম করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসগুলো গ্রহণ আর হারামকৃত বস্তুগুলো পরিহার করে মুমিনকে অবশ্যই এ দুনিয়ায় চলতে হবে। তবে এর বিনিময়ে তারা পরপারে লাভ করবে জান্নাত।

আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য কিছু বিষয় ফরয করেছেন, আর কিছু বিষয় হারাম করেছেন। তিনি যা ফরয করেছেন, তা অবশ্যই পালনীয় আর যা হারাম করেছেন, তা অবশ্যই বর্জনীয়। মনে রাখতে হবে, যা

---

১. সৈয়দ তানতাবী, তাফসীর আল ওয়াসীত, পৃ: ৫৩।

ফরয তা তরক করাও হারাম। সুতরাং, যা ফরয তা পালন না করে এবং যা হারাম তা পরিহার না করে কেউ জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আমরা এ গ্রন্থে ইসলামের হালাল-হারাম প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন করার গুরুত্ব

এ পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। এর মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জিন জাতিই হচ্ছে এমন, যাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যুগে যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই তাদের জন্য কতিপয় বিধান ফরয করেছেন আবার কিছু করেছেন নিষিদ্ধ। এসবের উদ্দেশ্য মানুষ ও জিন জাতির কল্যাণ সাধন। কারণ, মানবকল্যাণের স্বার্থেই পৃথিবীতে ইসলামের আগমন। সুতরাং, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা গ্রহণ ও যা হারাম করেছেন তা বর্জন করাতেই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾

“তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বলো, তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তুই বৈধ করা হয়েছে।” (সূরা ৫; মায়িদা ৪)

মোট কথা, ইসলাম মানবজাতির জন্য এমন কোনো জিনিস হালাল করতে পারে না, যাতে তাদের ক্ষতি ও অকল্যাণ হয়; আবার এমন কিছুও হারাম করতে পারে না, যার কারণে মানবকল্যাণ ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়।

মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন,

﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

“যে (রাসূল) তাদের সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে বারণ এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল যা তাদের উপরে ছিলো অপসারণ করে।” (সূরা ৭; আ'রাফ ১৫৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হালাল করেছেন তা আল্লাহ হালাল করেছেন বলেই হালাল করেছেন। কারণ, রাসূল এ জাতীয় বিষয়ে কোনো কিছু নিজের ইচ্ছায় মনগড়া করেন না। তিনি সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় তার ওহীর ভিত্তিতেই করেন।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা ৫; মায়িদা ৮৭)

আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বস্তুকে হারাম করা সীমালঙ্ঘন। এই সীমালঙ্ঘন এমন একটি অপরাধ যে, যারা তা করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পানাহারে হালাল-হারাম

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে পানাহারের ক্ষেত্রে হারাম বর্জন করে হালাল গ্রহণের জন্য আদেশ করেছেন। এক্ষেত্রে কী কী খাওয়া হারাম, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে প্রায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদে যা হারাম করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া বাকি সব হালাল বলেও জানানো হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারা, সূরা নাহল, সূরা আন'আমে প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এখানে আল্লাহ তাআলার হারাম ঘোষিত জিনিস সম্বন্ধে পাঠকদের সামনে আলোচনা পেশ করছি।

১. মৃত জন্তু

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য যেসব খাদ্য হারাম ঘোষণা করেছেন। সে প্রসঙ্গে সূরা আল বাকারায় বলেন,

﴿اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে জন্তু যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া

হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মোতাবেক গ্রহণ করবে) তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (সূরা ২; বাকারা ১৭৩)

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে সূরা নাহলে বলেন,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে জন্তু যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মোতাবেক গ্রহণ করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (সূরা ১৬; নাহল ১১৫)

উপর্যুক্ত আয়াত দু'টিতে মুসলমানদের জন্য হারামকৃত চারটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে জিনিসগুলোর মধ্যে একটি হলো, মৃত জন্তু।

এখানে উল্লেখ্য, ‘মৃত জন্তু’ বলতে স্থলে অবস্থানকারী মৃত পশু-পাখি বোঝানো হয়েছে, সমুদ্রের প্রাণী নয়। কারণ, সমুদ্রের মৃত প্রাণী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুসলমানদের জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

“তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য; তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য।” (সূরা ৫; মায়িদা ৯৬)

ওমর (রা) বলেন, এ আয়াতে ‘সমুদ্রের শিকারী’ বলতে যা শিকার করা হয় তা বোঝানো হয়েছে। আর খাবার’ বলতে যা সমুদ্রে মরে গিয়ে ভেসে উঠে তা বোঝানো হয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সমুদ্রের খাবার হলো তার মৃত প্রাণী।

অর্থাৎ সমুদ্রের সকল মৃত প্রাণী তা মাছ জাতীয় হোক বা অন্য কোনো প্রাণী হোক তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হলে তা খাওয়া বৈধ।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন,

«هُوَ الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ»

“তার পানি পবিত্র, তার মৃত প্রাণী হালাল।”[১]

বুখারী শরীফে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার সাহাবাদের একটি সেনাদল এক স্থানে পাঠিয়েছিলেন, তখন তারা সমুদ্র উপকূলে ভেসে আসা একটি বেশ বড় মাছ পেলেন এবং তা থেকে বিশ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত খেলেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রসঙ্গে জানালেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ» فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ»

“তা তোমরা খেতে পারো। কারণ, আল্লাহ তাআলা তা তোমাদের জন্য রিজিক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের সাথে তার কিছু বাকি থাকলে আমাদেরকেও খাওয়াতে পারো। তখন তাদের মধ্য হতে কেউ একজন তার কিছু নিয়ে আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা খেয়েছিলেন।” (সহীহ বুখারী: ৪৩৬২)

সমুদ্রের মৃত প্রাণীর মতো মৃত ফড়িং খাওয়াও বৈধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ফড়িং খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ইবন আবূ আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম; তখন আমরা তাঁর সাথে ফড়িং খেয়েছিলাম। (বুখারী: ৫৪৯৫; মুসলিম: ৫১৫৭)

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনে হালাল-হারাম

ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও শিক্ষা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় অধিকার। এ জিনিসগুলো ছাড়া মানুষ মান-সম্মান নিয়ে সমাজে চলতে পারে না। এসব অর্জনের জন্য প্রয়োজন আয়-রোজগার। এ কারণেই ইসলাম হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করাকে মুসলিমদের উপর ফরয ঘোষণা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[১] আবূ দাউদ: ৮৩; তিরমিযী: ৯৬; মালেক: ৪১; আহমদ: ৮৭২০; নাসির উদ্দিন আলবানী ও শোয়াইব আরনূত হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

«طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ»

"হালালভাবে উপার্জন করা ফরযের পর একটি ফরয।"[১]

প্রাচীন কাল থেকেই আয়-রোজগারের একটি প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। এ কারণেই ইসলাম মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হালালভাবে আয়-রোজগার করতে উৎসাহিত করেছে। আল কুরআনে বার বার ব্যবসাকে 'ফযলুল্লাহ' বা 'আল্লাহর করুণা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنۡ يَّوۡمِ الۡجُمُعَةِ فَاسۡعَوۡا اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الۡبَيۡعَ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۹﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانۡتَشِرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَاذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমুআর দিন জুমুআর সালাতের জন্য আযান দেওয়া হবে তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের (সালাতের দিকে) যাবে, আর বেচাকেনা ছেড়ে দিবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝে থাকো। আর যখন সালাত আদায় শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আর আল্লাহর অনুগ্রহ (ব্যবসা) অনুসন্ধান করবে, আর বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা ৬২; জুমুআ ৯-১০)

আলোচ্য আয়াতে সালাত আদায় শেষে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে আদেশ করা হয়েছে। এখানে 'আল্লাহর অনুগ্রহ' বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝানোটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আয়াতে জুমুআর আযানের পর যে জিনিসটি নিষেধ করা হয়েছিলো, জুমার সালাত শেষে তারই অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য।

হাদীস শরীফে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হালালভাবে উপার্জিত আয়কে সর্বোত্তম উপার্জন বলে জানানো হয়েছে। জুমাই ইব্‌ন ওমাইর (রা) থেকে, তিনি তার খালু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সর্বোত্তম উপার্জন কোন্‌টি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, "বিশুদ্ধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত আয় এবং পুরুষদের নিজের হাতের উপার্জন।"[২]

---

১. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, খ-১২, পৃ-১৪৯, হা:১১৮০৫; তিনি হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

২. আহমদ: ১৫৮৩৬।

চতুর্থ অধ্যায়

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-গোজে হালাল-হারাম

ইসলাম মানুষকে সাজগোজ করার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলাম চায় মুসলমানদের চলা-ফেরা আচার-আচরণ পোশাক-আশাক বাড়িঘর সব কিছু সুন্দর হোক। মুসলমানরা সব ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে সুচারুরূপে জীবন যাপন করুক। সাজগোজের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে পোশাক-আশাক। পোশক-আশাক সুন্দর হওয়া কাম্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে পোশাক বুঝানোর জন্য লিবাস শব্দ ব্যবহার না করে 'যীনাত' বা সুন্দর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

"হে বনী আদম! তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের 'যীনত' তথা বেশ-ভূষা গ্রহণ করো এবং খাও, পান করো ও অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা ৭; আ'রাফ ৩১)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, কিছু কিছু আরব নগ্ন হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। পুরুষরা দিনের বেলায় আর নারীরা রাতের বেলায় তাওয়াফ করত। তারা বলত আমরা যে কাপড়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছি, সে কাপড়ে তাওয়াফ করতে পারি না। তখনই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[১]

অতএব, এ আয়াতে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা ও নামায পড়ার সময় 'যীনত' গ্রহণ করো বলে পোশাক পরে তাওয়াফ ও নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই তাওয়াফ ও নামায পড়ার সময় যে পোশাক পরা হবে, সে পোশাকে সৌন্দর্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

আয়াতে পোশাক গ্রহণের পর পানাহার করার কথা বলা হয়েছে। তারপর অপচয় না করতে বলা হয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, পানাহার ও পোশাক-আশাকে যীনত থাকবে তবে কোনো ধরনের অপচয় করা যাবে না।

---

[১] সৈয়দ তানতাভী, তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ১৬০১।

পঞ্চম অধ্যায়

বাড়িঘর ও চাষাবাদে হালাল-হারাম

মানুষের মৌলিক অধিকারে মাঝে অন্যতম প্রয়োজনীয় একটি হচ্ছে, বাসস্থান বা বাড়িঘর। মানুষ বাসস্থান বা বাড়িঘর ছাড়া উজ্জত-সম্মান নিয়ে চলতে পারে না। তাই বাসস্থান মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। মানুষ তাদের বাড়ি-ঘরকে সুন্দর, আরামদায়ক ও আনন্দদায়ক করার জন্য অনেক কিছু করে। আবার তাতে এমন সব জিনিসের ব্যবহারও করে, যা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। যা ব্যবহারের কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনে অহংবোধ জাগ্রত হয়। ইসলাম এ ধরনের অনেক কিছুকে হারাম করেছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা এমন সব জিনিসের ব্যবহার, যা মানুষ বাড়ি-ঘরে করে তার আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

তেমনিভাবে মানুষের জীবন উপকরণের অনিবার্য্য একটি পেশা হচ্ছে, চাষাবাদ। কারণ, মানুষের পানাহারের সিংহভাগ জিনিসই আসে চাষাবাদ থেকে। তাই মানুষ তাদের পানাহার ও ভোগের প্রয়োজনেই চাষাবাদ করে। মানুষ চাষাবাদ করতে গিয়ে এমন সব জিনিসের চাষাবাদও করে, যা মানব দেহের জন্য, মানুষের দীন-ধর্মের জন্য ক্ষতিকারক। ইসলাম মানব দেহ ও মানব মস্তিস্কের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো জিনিস মানুষের জন্য হালাল করেনি। কারণ, ইসলামের আগমন হয়েছে মানব কল্যাণের জন্য। মানব কল্যাণ ব্যাহত করে এমন কিছুকে ইসলাম বৈধতা প্রদান করেনি। কাজেই ইসলাম যা মানব দেহ ও মানব মস্তিস্কের জন্য ক্ষতিকর তা খাওয়া, ভোগ করা যেমন হারাম করেছে, একই সাথে এসব চাষাবাদ বা উৎপাদনকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। বাড়ি-ঘর ও চাষাবাদের এসব হারাম জিনিস ও বিষয় নিয়ে আমরা এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পেশা গ্রহণ ও চাকরিতে হালাল-হারাম

মানুষ এ দুনিয়াতে জীবন ধারণের জন্য নানা কাজ করে, বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে থাকে। প্রাচীন যুগে মানুষ জীবন যাপনের জন্য কৃষিকর্ম ও পশু পালনের উপর নির্ভরশীল ছিলো। অনেকেই কৃষিকর্ম ও পশুপালনে শ্রমবিনিয়োগ করে তথা চাকরি করেও জীবন যাপন করতো। আবার অনেকে হস্থশিল্প উৎপাদন করেও জীবন যাপন করতো।

পৃথিবীতে শিল্পবিপ্লব শুরু হবার পর থেকে শিল্প কারখানায় শ্রম বিনিয়োগ করে বা চাকরি করে জীবন যাপনের প্রবণতা বেড়েছে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার একটি বড় আপদ হচ্ছে, এ সভ্যতায় শুধু পণ্য উৎপাদন বাড়াবার কথা বলে। যতো পারো ভোগ করো, খাও দাও, ফুর্তি করো, এমন কথাই বলা হয়। যে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে, তা মানব জাতির জন্য কতটুকু উপকারী বা কতটুকু ক্ষতিকর, সে দিকে আদৌ খেয়াল করা হয় না। এ কারণেই এখন পেশাগ্রহণ ও চাকরি করার প্রবণতা বেড়েছে।

পেশাগ্রহণ ও চাকরিতে এমন কিছু বিষয় আছে, যা মানুষের জন্য উপকারীতো নয়ই বরং মানব জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যে পেশা মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর, আর যে চাকরি মানুষের দীন-ধর্মের জন্য ক্ষতিকর, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ইসলাম তা অনুমোদন করতে পারে না। কারণ, ইসলাম এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্য; ক্ষতির জন্য নয়। তাই আমরা এ অধ্যায়ে ইসলামী জীবনদর্শনে যে ধরনের পেশা গ্রহণ ও যে ধরন চাকরি গ্রহণ হারাম করেছে কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণসহ তার বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করেছি। মানুষ যাতে হারাম থেকে বেচে হালাল জীবন যাপন করতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

দৃষ্টিদান, পঠন-পাঠন, কথোপকথন ও শ্রবণে হালাল-হারাম

মানুষের এমন কিছু কাজ রয়েছে যে কাজগুলো মানুষ প্রতিনিয়ত নির্দ্বিধায় করে যায়। অথচ, আজকাল তরুন প্রজন্মের অনেকেই ভাবতেও চায় না যে, এ কাজগুলো করে সে গুনাহগার হচ্ছে। কারণ, কাজগুলো হারাম। এ ধরনের কাজের মাঝে কিছু কাজ আছে, যা মানুষ তাদের দর্শন ইন্দ্রিয় দ্বারা করে থাকে, আবার কিছু শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা করে থাকে, আবার এমন কিছু কাজ আছে, যা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে করে থাকে, আবার এমন কিছু কাজ আছে যা মানুষ কথোপকথনের মাধ্যমে করে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের উপর তার যেনার অংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সে এ যেনার অংশ অবশ্যই পাবে। অতএব, চোখের যেনা হলো দেখা, মুখের যেনা হলো বলা, আর মনের যেনা হলো কামনা-বাসনা করা। আর যৌনাঙ্গ তা সত্য প্রমাণ করে বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।" (বুখারী: ৬২৪৫, মুসলিম: ৬৯২৫)

বর্তমান সময়ে অবাধ সাহিত্য চর্চার নামেও নানা রকম সীমা লঙ্ঘন হয়ে থাকে। অনেক সময় ঈমান-আকীদা বিরোধী বই-পুস্তক পাঠ করার মাধ্যমে তরুন প্রজন্ম বিপদগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা শরীয়ত বৈধ করেনি।

আমরা এ অধ্যায়ে এ ধরনের হারাম কাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যাতে মানুষ তাদের দর্শন ইন্দ্রিয়, শ্রবণ ইন্দ্রিয়, তাদের মুখের হেফাযত করে তা থেকে বাঁচতে পারে। আর তার পঠন-পাঠন থেকে নিজেকে বিরত রেখে তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

আচার-আচরণ এবং সম্পর্ক সৃষ্টি ও রক্ষায় হালাল-হারাম

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের আচার-আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সদাচরণের ভিত্তিতেই তার সাথে অন্যের সুসম্পর্কে গড়ে উঠে। অন্যের সাথে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। আবার দূরাচরণের কারণে তার সাথে অন্যের সম্পর্কের অবনতি হয়; এমনকি শত্রুতাও সৃষ্টি হয়।

পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম যেহেতু মানব সমাজের কল্যাণ কামনা করে, মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হোক তা চায়; তাই ইসলাম মুসলিমদের জন্য এমন বেশ কিছু আচরণকে হারাম ঘোষণা করেছে, যা মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ বাড়ায়; মানুষের পরস্পরের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। শরঈ সীমা রেখা মেনে অমুসলিমদের সাথেও সীমিত পরিসরে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে ইসলাম।

আমরা এ অধ্যায়ে যেসব আচরণ মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ বাড়ায়, আর যেসব আচার-আচরণ মানুষের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় তা এখানে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। আমরা এ অধ্যায়ে এমন সব বিষয়-আসয় নিয়েও আলোচনা করেছি, যার ভিত্তিতে মানুষের পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠা উচিত। আর যদি কারো সাথে সম্পর্ক ছাড়তে হয়; তাহলে তা কিসের ভিত্তিতে এবং কোন্ কারণে ছাড়তে হবে তাও আলোচনা করেছি। আমরা আরো বলেছি যে, মানুষের মাঝে সম্পর্ক হতে হবে 'হুব্বু ফিল্লাহ' ও 'বুগদু ফিল্লাহ' বা আল্লাহর জন্য পরস্পরে প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্যই পরস্পরের প্রতি ঘৃণা হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মূলনীতির আলোকে সম্পর্ক সৃষ্টি ও সম্পর্ক ছিন্ন করার তাওফিক দিন। আমীন!

নবম অধ্যায়

বিয়ে-শাদি, যৌনাচরণ ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপন-ছিন্নকরণে হালাল-হারাম

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানবজাতীর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের টিকে থাকার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক। শুধু মানুষের নয় অন্য সকল প্রাণী জগতেরও টিকে থাকার প্রক্রিয়াই হলো, যৌন সম্পর্ক। পশু-পাখির বিবেক-বুদ্ধি নেই; নাই মান-সম্মানের ব্যাপার; তাই তারা যেমন ইচ্ছা তেমন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

মানুষ পশু নয়; মানুষ মানুষই। যাদের আছে বিবেক-বুদ্ধি ও মান-সম্মান। ভালো ও কল্যাণবোধ। আর আছে অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বাঁচার প্রবণতা। এ কারণেই মানুষের যৌনাচরণের ক্ষেত্রে পশুর মতো হওয়াও চলে না। মানুষকে মেনে চলতে হয় দীন-ধর্ম ও নিয়মনীতি। নারী-পুরুষের মাঝে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সকল মানবসমাজ বিবাহ প্রথাকে মেনে নিয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ অন্যায় ও অবিচার বলে মনে করে। ইসলামও নারী-পুরুষের মাঝে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর এই সীমারেখা লজ্ঘন করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। আমরা এ অধ্যায়ে নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি, যৌনাচার, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা ও সম্পর্ক ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় ইসলাম হারাম করেছে সে ব্যাপারে আলোচনা করেছি। আল্লাহ আমাদের সকলকেই এসব হারাম থেকে মুক্ত হয়ে হালালভাবে জীবন যাপনের তাওফিক দান করুন। আমিন!

দশম অধ্যায়

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কে হালাল-হারাম

ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্ক একটি পবিত্র সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ভিত্তি হলো, বৈবাহিক সম্পর্ক। আর বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট সন্তানদেরকে ইসলাম তাদের সন্তান বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অস্বীকার করা হারাম ঘোষণা করেছে।

পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যের এ সম্পর্কের দাবি হলো পিতা তার সন্তানকে স্নেহ করবে, ভালোবাসবে। তাদের খাবার-দাবার, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। আর সন্তানেরা তাদের পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করবে। সম্মান ও তাযীম করবে। পিতামাতা বৃদ্ধ হলে, এমতাবস্থায় যদি তারা নিজেরা নিজেদের ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়, তখন সন্তানেরা তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তা হবে হারাম।

একাদশ অধ্যায়

আনন্দ-বিনোদন ও খেলাধুলায় হালাল-হারাম

মানুষ যন্ত্র নয়; মানুষের আছে মন ও হৃদদয়। তাই মানুষ সব সময় একইভাবে থাকতে পারে না। মানুষের প্রয়োজন হয় আনন্দ-বিনোদনের। আর আনন্দ বিনোদনের জন্য মানুষই অবিষ্কার করে নিয়েছে নানান খেলা-ধুলা। যেহেতু, ইসলাম মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল একটি দীন, তাই মানব প্রকৃতি আনন্দ বিনোদন ও খেলা-ধুলা কামনা করে বলেই ইসলাম মানুষকে আনন্দ বিনোদন ও খেলা-ধুলা করার অনুমতি দিয়েছে। তবে এ অনুমোদন শর্তহীন নয়; আবার লাগামহীনও নয়। সুতরাং, যে আনন্দ-বিনোদন ও খেলা-ধুলায় লাগামহীনতা রয়েছে, যে আনন্দ-বিনোদনে অন্য কারো ক্ষতি ও সম্মানহানী রয়েছে, ইসলাম সে ধরনের আনন্দ-বিনোদন ও খেলা-ধুলাকে অনুমোদন করেনি।

ইসলাম মানুষের দীন, ঈমান ও মান-সম্মান ও শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয় এমন ধরনের বেশ কিছু আনন্দ-বিনোদন ও লেখা-ধুলাকে হারাম ঘোষণা করেছে। আমরা এখানে অন্যান্য অধ্যায়ের মতো ইসলাম যেসব আনন্দ বিনোদন ও খেলা-ধুলাকে হারাম করেছে তার বিবরণ পেশ করেছি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি, তিনি যেনো আমাদেরকে হককে হক, আর না-হককে না-হক বলার তাওফিক দান করেন।